কনক-কবিতা।

উচ্চপ্রাথমিক শ্রেণীর বালকবালিকাগণের পাঠার্থ
বিরচিত ও সঙ্কলিত।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-প্রকাশিত।

CALCUTTA.

Kedarnath Bose, B. A.

76, Akhil Mistry's Lane.

1898.

PRINTED BY H D GHOSH, AT THE HINDU MACHINE PRESS,
64, AKHIL MISTRY'S LANE, CALCUTTA

নিবেদন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিয়াছি তাঁহাদের কবিত্বের আভাস যথাযথঃ সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করি না। তাঁহাদের মৌলিক ভাবমাধুর্য্যে যদি স্থলবিশেষ স-রস হইয়া থাকে তবে সে যশ আমার নহে, মৌলিক কবির। কবিতাকে ভাষান্তরিত করিলে গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধির ন্যায় তাহার কতক অংশ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। এ স্থলেও সেইরূপই হইবার সম্ভব। তবে সেই সুগন্ধির কত টুকু উড়িয়া গিয়াছে তাহা পাঠকগণের বিচার-সাপেক্ষ। যাঁহারা মূল ভাষায় কবিতাগুলি পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন যে আমার অনুবাদ ঠিক অক্ষরানুবাদ নহে, আর কবিতায় অবিকল অনুবাদ অনেক স্থলে নিতান্ত কষ্টসাধ্য এবং স্থলবিশেষে অসাধ্য। অচিহ্নিত কয়েকটি কবিতা সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত স্বরচিত কবিতাসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত।

ভাব এবং ভাষার কাঠিন্যের গুরুত্বভেদে কবিতা গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমে কয়েকটি সরল ও তৎপর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কঠিন কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অমরকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি সুললিত কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইংরেজ কবি গ্রে-রচিত বিখ্যাত ও সর্ব্বজনাদৃত Elegy-র ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন এই গ্রন্থ পাঠার্থিগণের জ্ঞানের কথঞ্চিৎ সহায় হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিনীত গ্রন্থকার।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামায়ণের অমৃতকাহিনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

কনক-কবিতা।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বরের মহিমা।

চাবি দিকে যাহা কিছু দেখিছ নয়নে,
তরুলতা সমীরণে সাগব-জীবনে,
সমুজ্জ্বল বিভাবসু গগন-প্রাঙ্গনে,
হেমজ্যোতিঃ শশধর, তারকা বিমানে
সকলেরি মাঝে এক প্রাণ বর্ত্তমান—
অসীম মহিমাময় পূর্ণ ভগবান!

কাননেব শ্যামশোভা শ্যাম নবঘন,
সাগবের উর্ম্মিমালা, তাঁহারি ভূষণ।

গাইছে তাঁহার গান গিরি-প্রস্রবণ।
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তিনি গ্রহ অগণন,
গড়িছেন দিবারাত্রি সায়াহ্ন-প্রভাত,
কনক-কিরণমাখা ঊষা সুবঞ্জিত।

জলস্থল সমুদয় তাঁহার ভবন,
নদনদী ধরা তাঁর পবিত্র আসন,
সবে মিলি এরা করে তাঁর গুণগান,
সচেতনে অচেতনে ধরি একতান।
হে বিভু, করুণাসিন্ধু, জগত-জীবন,
যুক্ত করে বন্দি মোরা তোমার চরণ।

যূথিকা।

বিজন বনেব প্রান্তে শ্যামল শয্যাব 'পবে
ফুটি রহে প্রতিদিন একটি যূথিকা।
ফুলভাবে অবনত নোয়াইযা বহে মাথা
কতই লজ্জিত যেন কত স্নেহে মাখা!
তথাপি সৌন্দর্য্য তার শুভ্রবর্ণে চারি ধাব
পাতার আড়াল থেকে করে আমোদিত।
না যদি জন্মিত যূথি কণ্টকিত তৃণ-দলে
ধনীব উদ্যানে যদি জনম লইত,

কচি কচি হাত দিয়া প্রতিদিন দিত ঢালি
শীতল পানীয় জল ধনীর বালিকা।
কিন্তু সে ফুটিয়া রহে ব্রীড়াময়ী বধূ-প্রায়
আপন সারল্য লযে আপনি যূথিকা।
নিস্তব্ধ শীতল ছাযে ছড়ায়ে সুবাস-বাশি
আপনি হাসিয়া রহে, হাসে বনলতা!
আমি তবে যাব সেথা নিত্য প্রভাতেব বেলা
শিখিব তাহাব কাছে অপূর্ব্ব নম্রতা।

শৈশব।

প্রফুল্ল প্রসূন যথা নন্দন কাননে,
হেলে দুলে লীলা কবে মারুত-হিল্লোলে
আমিও তেমতি সদা শৈশব-জীবনে
হাসিতাম ভাসিতাম আনন্দ-সলিলে।
এখন সে সুখদিন কবিতে স্মরণ
ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু হয় রে পতন!

২

জননীর ক্রোড়ে বসি সোহাগে মাতিয়া
নাচিতাম, কাঁদিতাম, খেলিতাম কত;
স্নেহময় জনকের জানুতে উঠিয়া
কপোল ধরিয়া তাঁরে চুমিতাম শত।

পিতার সে হাসিমাখা মুখ মনোহর
করিত মোহিত মম সরল অন্তর।

৩

নাহি ছিল এ হৃদয়ে আশার ছলনা,
জানি নাই সুখ দুঃখ শোকের কাহিনী,
বুঝি নাই নিরাশার সুতীব্র বেদনা,
দূরে ছিল অর্থ চিন্তা শোনিত-শোষিণী।
স্বার্থপরতার সেই ভীষণ আকার
কখন নয়ন-পথে পড়েনি আমার।

৪

প্রত্যহ নূতন দৃশ্য তুষিত অন্তর ;
প্রতি দিন নব-বাসে প্রকৃতি সুন্দরী
সাজিত আমার চক্ষে অতি মনোহর,
হৃদয়ে বহিয়া যেত আনন্দলহরী !
ভাবিতাম নিশ্চয় এ সোণার সংসার ;
কে জানিত এ যে সুধু দুখের আগার ?

৫

যথা শত বারি-বিন্দু ঊর্ম্মিদল সনে
নীলিম সাগরোপরি যায় ভেসে ভেসে ;
শোভিত সেরূপ মম শৈশব-নয়নে
উজ্জ্বল তারকাবলী নীলিম আকাশে।

ভাবিতাম বিহঙ্গমরূপে পাখা ধ'রে
পশিগে আনন্দে অই আলোক-সাগরে।

৬

বিটপীর অন্তরালে তটিনীর তীরে,
ক্লান্ত হ'যে যেন দেব শান্তি বিতরণে,
সম্বরি কিরণ-জাল ধীরে ধীরে ধীরে
মিশিত শশাঙ্ক যবে গগন-প্রাঙ্গনে,
ভাবিতাম "রহিতাম যদি পর পারে,
নিশ্চয চন্দ্রমা আমি ধরিতাম করে।"

৭

হেমময-জলধির সুপ্রশস্ত কোলে,
দিনান্তে দিনেশ যবে করিত শযন ;
বিষাদের চিহ্ন মম বদন-মণ্ডলে
পড়িত ; গ্রাসিত যবে তামসে ভুবন।
হেরি প্রাতে দিননাথে উদিতে আবার,
সরল মানসে হ'ত বিস্ময় সঞ্চার।

৮

কুতূহলী হযে কভু সুধাতাম মায—
'কাহার আকাশ মাতঃ, কার রবি শশি,
কাহার আজ্ঞায অই অনন্ত শয্যায
শাযিত নক্ষত্রবৃন্দ আছে রাশি রাশি ?'

—'অপাব মঙ্গলাধাব দয়াময় যিনি
ও সব তাঁহার শিশো।'—কহিতা জননী।

৯

বলিতেন মাতা "তুমি যুড়ি দুই কব
প্রণাম কবহ সেই পবম পিতারে।
বল 'বিভো, কৃপাময, দয়াল ঈশ্বর,
প্রীতমনে আশীর্ব্বাদ কবহ আমাবে'।"
শুনি জননীব উপদেশ মনোহব
পবিত্র বসেতে পূর্ণ হইত অন্তর।

১০

আমাব বালকচিত্ত—ভক্তির আলয—
ঈশ-প্রেমে গ'লে যেত তাঁর নাম শুনে.
জননীব সেই মিষ্ট বচন-নিচয়
বলিতাম ধীবে ধীবে বসি যোগাসনে,
বলিতাম—"সত্যবাদী, সাধু, সদাশয,
জ্ঞানী, ধীর কর মোবে, হে করুণাময।"

প্রজাপতি।

পীতবাস পবিহিত ফুলের উপব
ব'সে আছ স্পন্দহীন নীবব নিথর,

জানি না নিদ্রিত কিম্বা মধুপানে রত
নিশ্চল সুস্থির তনু নক্ষত্রের মত !

উড়াবে তোমায় যবে সমীর-হিল্লোল
পত্রের আড়াল থেকে করিয়া চঞ্চল,
বলিবে ডাকিয়া পুনঃ 'আসিও হেথায়'—
আসিবে না প্রজাপতি ? বল রে আমায়।

ফল-পুষ্প-সুশোভিত উদ্যান আমার।
রোপিয়াছি নিজ হাতে বৃক্ষগুলি তার।
ফুলগুলি প্রতিদিন করিয়া যতন,
তুলে লয় ডালা ভরি ভগিনী নলিন।

যুঝিয়া সমস্ত দিন জীবন-সংগ্রাম
হেথা মোরা সন্ধ্যাবেলা করি গো বিশ্রাম।
এ বিশ্ব সংসার মাঝে তুমি নিরালয়—
অথবা যেখানে থাক সেখানে আলয়।

কখন শেফালি-ডালে করিয়া আশ্রয়
কখন অশোক-পত্রে তব অভিনয়।
ফুলের কাননে মম পুষ্পদল প'রে,
বাঁধিয়া দিতেছি ঘর চিরকাল তরে।

নির্ভয়ে রহ গো হেথা নাহি ভয় লেশ
নাহি হেথা পর-পীড়া, নাই হিংসাদ্বেষ।

কনক কবিতা।

ফুলেরে শুনাই গান মোরা বার মাস
কবিবে কি প্রজাপতি হেথা ফুলবাস ?

WORDSWORTH

দুঃখীর সন্তোষ।

ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন নহে মোব প্রতি।
সকলেব হেয তাই,
উপেক্ষিত শুধু হই
জগৎ ছাড়িয়া গেলে কারো নাই ক্ষতি।

কিন্তু মনে আছে মোব সন্তোষ-ভাণ্ডাব।
কাবেও বলি না প্রভু
শুনি না আদেশ কভু
চাবি দিকে দেখি সুধু আনন্দ-বাজাব।

যশোভাতি নাহি জ্বলে সকলেব ভালে।
সাধু, জ্ঞানী, বীব ব'লে,
উচ্চ সিংহাসন তলে
সবাকাব নাহি হয আসন, ভূতলে।

পাখীব পালক ভাসে সাগবেব জলে,
মাণিক লুকাযে বহে
গভীর অতল তলে।

অসার যশের লাগি কাঁদে কি সকলে ?
বিরাজিত শান্তি-পদ্ম মানস-সলিলে।

সাগরের রত্ন।

হে বারিধি, প্রকৃতির রহস্য আধার!
কি লুকায়ে রাখ শুভ্র বক্ষেতে তোমার ?
রেখেছ কি দিব্য-কান্তি রতন অপার
জাগ্রত যাহার তরে তুমি অনিবার ?
রাখ রাখ অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখ,
বিষাদ-বদনে! সুখে বুকে ল'য়ে থাক।
নিভৃত কল্পনামোদী কবির হৃদয়
কাঁদে না উহার তরে জানিও নিশ্চয়!

২

মানবের অগোচর কুক্ষিতে তোমার
আরো আছে প্রকৃতির অমূল্য ভাণ্ডার;
আছে সেথা মুক্তারাজি নক্ষত্র-উজ্জ্বল,
অসংখ্য হীরক আর বিচিত্র প্রবাল।
রাখ তাহা হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
উচ্ছৃঙ্খল লহরীতে দেও আবরিয়ে।

তা' হ'তে কুসুম ভাল চম্পক-বাঁধুলি
তা' হ'তেও মনোরম বিহগ-কাকলি!

৩

লুকায়ে রেখেছ আরো তোমার আবাসে
সর্ব্বদা কম্পিত বক্ষ যাহার তরাসে।
নাশিয়াছ কত শত শোভন নগরী
কত শত সৌধচূড়া রেখেছ আবরি,
সাম্রাজ্যের অহঙ্কার—রাজার প্রাসাদ—
গ্রাসিযাছ; ছড়ায়েছ হরষে বিষাদ!
তৃণদলে ঘিরিয়াছ প্রমোদ-কুটির!
রাখ তাহা সাবধানে হৃদয়ে তোমার।

৪

আরো আছে অই তব উচ্ছ্বাসের স্তরে;
মহান্ হৃদয় কত তোমার গহ্বরে!
কত মহাবীর শুয়ে তোর অই নীরে!
অশ্রান্ত কল্লোল নারে জাগা'তে তাদেরে
অনন্ত সমাধিময়ি! স্বর্ণরত্নরাজি
রেখে দাও সযতনে প্রাণে ক'রে পূঁজি।
ফিরে দাও সুধু ঐ বীর যোদ্ধৃগণে,
ফিরে দাও ঘোররাবি, মায়ের সন্তানে।

৫

বিশ্বাসী ধার্ম্মিক জনে ফিরে দেও তুমি,
দাও তারে ঊর্ম্মিময়ি! স্নেহে জন্মভূমি।

তা'দের আবাস-গৃহ, পুণ্য-নিকেতন,
নীরব শ্মশান প্রায় রয়েছে এখন ;
মাতাব হৃদয হ'তে উঠিছে প্রার্থনা,
নীবব বজনী ভেদি অশেষ যাতনা।
ডুবাইয়া দ্বীপবাশি ভাঙ্গি শৈল-শির
থাক সুখে ; ফিবে দাও ধার্ম্মিক সুধীর।

৬

আশায় উৎফুল্ল কত যুবকেব প্রাণ
লহরীব শত স্তবে বেখেছ গোপন,
বেখেছ লুকাযে কত বালিকাব হাসি
গ্রাসিয়াছ অনুপম কত রূপবাশি !
তবল হৃদয়ে তব নাহি কোমলতা,
কি আশ্চর্য্য ! এক দিন শুনিবে বাবতা—
কহিবে ধবণী জলদ গম্ভীর স্বনে,
"ফিবে দাও বত্ন-গর্ব্বা, আমাব সন্তানে !"

MRS HEMANS

স্বদেশ-প্রীতি।

আছে কি মানব এই নশ্বব ভুবনে
বিমল স্বদেশ-প্রেম নাই যার মনে ?

নাচে না অন্তর যার উৎসাহ হিল্লোলে,
স্ববাসে প্রবাস হ'তে আসিবার কালে ?
স্বদেশ সংগীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ
বিমল সুখেতে যেই না হয় মগন ?
তরুলতা সুশোভিতা জন-মনোলোভা,
হেরিয়া যে স্বদেশের মনোরম শোভা
বলে নাই আপনার প্রতি একবার—
'প্রিয়তম জন্মভূমি এইত আমার' ?

যাও তুমি হিমাচল শিখর-শিখরে,
প্রবেশ অর্ণবে কিম্বা বিপুল কান্তারে,
নগরে পল্লিতে গ্রামে বিজন বিপিনে,
দেশ দেশান্তরে যেয়ে দেখ সাবধানে,
এরূপ হৃদয়হীন হতভাগ্য নর
পাষাণ-সদৃশ অতি জঘন্য পামর,
যদ্যপি কোথাও তুমি কর দরশন
ব'লো তারে এই মাত্র একটি বচন—
'কবির সংগীত আর বীণার নিক্কণ
কভু না তোমার গুণ করিবে কীর্ত্তন ;
সত্য বটে ঐশ্বর্য্যের নাই তব সীমা,
সত্য বটে কর তুমি নামের গরিমা,
সত্য বটে নীচাশয় স্বার্থপর জনে
তোষে তোমা দিবা নিশি সহস্র সম্মানে,

কিন্তু যত দিন তব বহিবে জীবন
সুসভ্য সমাজে কভু না পাইবে স্থান।
বিমল যশের ভাগী হইতে নারিবে,
অনন্ত তিমির-গর্ভে মরিলে ডুবিবে।
একটু নয়ন-নীর তোমার কারণ
ফেলিবে না ভূমে কেহ ভ্রমেও কখন,
কীর্ত্তির সে সুপবিত্র অক্ষয় উদ্যানে
হবে না তোমার স্থান দৃঢ় জেন মনে।”
‘আপন সুখের হেতু এসেছি সংসারে’
ভাবে যেই হতভাগ্য নরাধম নরে
স্বদেশ মঙ্গল ব্রতে ব্রতী যেই নয়
মনুষ্য জনম তার উচিত না হয়।

নব-বর্ষ।

মহান বারিধি-নীরে একটি বুদ্বুদ প্রায়
উঠিতেছ মিশিতেছ অনন্তকালের গায়,
কত নিশি কত দিবা অতীতের অন্ধকারে
মিশায়ে এসেছ তুমি নূতন দেহটি ধরে।
নাহি তব কালাকাল অবিরাম গতি তব,
দেখিয়াছ কতশত অসংখ্য নৃপতি নব।

গড়িয়াছ কত রাজ্য সুসভ্য সমাজ কত
অবিরাম চলিতেছ পরিবর্ত্তনেতে রত।
কত শিশু লইয়াছ কত মায়ে কাঁদাইয়া
রেখেছ লুকায়ে কত নবযুবকের হিয়া
ক্রন্দনের হাহাকারে আনন্দের কোলাহলে
সযতনে একাধারে রাখিয়াছ অন্তরালে।
বলিতে কি পার তুমি আমারে নববরষ।
পার কি না পার দিতে আনিয়া আমার পাশ
মায়েরে পিতারে মোর; বহুদিন হ'তে তাঁরা
চলিয়া গেছেন কোথা; ফেলিছি নয়নধারা।
শ্যামল তটিনী-তীরে রাখিয়া মায়ের পাশে
এসেছি ভগিনীটিরে শীতল বসন্ত-শেষে,
পার যদি পার দিতে আনিয়া নিকটে মোর
এসো তবে এসো তুমি নূতন বৎসর!

রজনী।

হে রজনি! তুমি মাগো বিরামদায়িনী।
হরিয়া জীবের জ্বালা
শ্রমচিন্তা খেলাধূলা
শান্তির অমৃত-ক্রোড়ে বসাও আপনি।

শয্যাব কোমল কোলে
বিষয়ী বিষয ভুলে'
লভিছে আরাম, অয়ি নক্ষত্রশালিনী!

২

স্বপন কুমাবী তব
আকাশকুসুম-প্রায়
অপূর্ব্ব অচিন্ত্য দৃশ্য মানবে দেখায়।
মানস-তোষিনী তুমি,
জীবেব হিতসাধিনী,
জ্ঞানামৃত পিযে লোক তোমাব কৃপায;
সংসার চিন্তা অপাব
ফেলিযা অনেক দূব
শাস্ত্র আলাপনে রত, বিভূব চিন্তায।

৩

তব আগমনে নিশি!
পুলকিত দশ দিশি
দার্শনিক, জ্যোতির্ব্বিৎ, কবিকুল আর,
কেহ কল্পনা-সাগরে
কেহ চিন্তা-সরোনীবে,
নাচিছে হাসিছে, মনে আনন্দ অপাব।
অন্তব জগত মাঝে
কেহ বা সুখে বিরাজে,

কেহ বা খুলিয়া দেয় স্মৃতির দুয়ার।
শশি সীমন্তিনী তুমি,
তারকার রঙ্গ ভূমি,
প্রতিদিন হেরি তোরে বিস্ময়-হরষে!
চির সহচরী তব
কল্পনা অভিনব
যাহার করুণা-বলে ভ্রমি নীলাকাশে,
অসীম জলধি জলে
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
দেখি ঈশে, ধন্য হই পুলক-পরশে!

দীর্ঘ সূত্রতা।

নির্ব্বাণ দীপেতে তৈল করিলে প্রদান,
চোর গতে যদি কেহ হয় সাবধান,
না হয় তাহাতে কোন ফলের উদয়,
বৃথা চেষ্টা শুধু তার বৃথা শ্রম হয়।
সময় কেমন রত্ন যে জন না জানে,
পরিণামে পরিতাপ করে মনে মনে।
সময়েতে না করিলে কার্য্য সমাপন
পরিশেষে শোচনায় দগ্ধ হয় মন।

শিশুর প্রথম খেদ।

শিশু।—ডেকে দাও, জননিগো, দাদারে আমার ;
একেলা যে পারিনা খেলিতে।
এসেছে নিদাঘ ল'য়ে ফুল, মধুকর,
ভাই মোর গেছে কোন পথে।
যে বৃক্ষ যতনে মোরা রোপেছি দুজনে
এলোথেলো হইয়া পড়িল,
ফলভারে দ্রাক্ষালতা পড়িল মাটিতে
ডেকে দাও, দাদা কোথা গেল।

জননী।—সে তোর ক্রন্দন বাছা শুনিবেনা কভু
আসিবেনা তোর কাছে আর
সে মুখ—হাসিত যাহা অনন্ত উল্লাসে—
নয়নে না হেরিবি আবার।
শেফালি ফুলের প্রায়* জীবন তাহার
ক'রে গেছে হৃদয় আঁধার।
খেল বাছা একা তুমি ল'য়ে স্মৃতি তার
ভাই তোর গেছে স্বর্গদ্বার।

শিশু।—তার পাখী, তার ফুল, ফেলে সে কি গেল ?
তারে কি ডাকিব আমি বৃথা ?

---

* শুভ্র, সুবাসিত, এবং ক্ষণস্থায়ী।

ডাকিতেছি নিদাঘের দীর্ঘ দিন ভ'রে,
তবু কি সে আসিবে না হেথা ?
নির্ঝরের তীরে, বনে, খেলেছি দুজনে কত.
সকলি কি ফুরাইল, হায়! জনমের মত!
যখন আছিনু মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল
তখন কেনরে তারে আরো বাসি নাই ভাল!

WORDSWORTH

একতা।

একাকী প্রান্তর মাঝে যে বৃক্ষ কেবল,
পারে না যুঝিতে সেই ঝটিকার সনে,
হ'লেও বিস্তৃত শাখা আর দৃঢ় মূল
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায় বাত্যা-বিতাড়ণে।
কিন্তু বহু বৃক্ষরাজী যেথা শোভমান
রহে বিরাজিত আলিঙ্গিয়া পরস্পর,
পারে না করিতে কিছু মহাপ্রভঞ্জন,
সতেজ সুদৃঢ় রহে যুগ-যুগান্তর।

বিশাল প্রান্তরে এক মহাবৃক্ষপ্রায়
যে জন একাকী রহে লইয়া আপনা,
হ'লেও ভূষিত সেই জ্ঞান-গরিমায়
বিপদে পড়িলে তারে কে দেয় সান্ত্বনা ?

কিন্তু যে আত্মীয়গণে সদা পরিবৃত,
সকলের সাথে রহে একত্রে মিলিত,
বাঁধা তার জয়লক্ষ্মী সর্ব্বদা অঞ্চলে ,
কি আছে বিপদ তার ? সহায় সকলে।

একাকী।

এ নয় আমার দরিদ্র জীবন
যার তরে করি অশ্রু-বিসর্জ্জন,
যার তরে এত পাই মনস্তাপ
যার তরে এত হৃদয় বিলাপ।
একাকী আমি এ ভুবন মাঝারে,
আপন বলিতে কেহ নাই মোরে—
এই দুঃখে আমি দুঃখী নিরন্তর
একাকী আমি এ ভুবন ভিতর।

বিজন বিপিনে, পর্ব্বত-প্রান্তরে,
নির্ম্মলসলিলা সরসীর তীরে,
ভ্রমি আমি একা ; করি নিরীক্ষণ
ব্যোমবাসী যত জ্যোতির্ম্ময়গণ
বিরাজে আনন্দে নীল নভস্তলে,
ছায়া দোলে তার সরসীর জলে।

কনক-কবিতা।

বিটপীর শোভা, বিহঙ্গের স্বর,
না পারে তুষিতে আমার অন্তর।
একাকী আমি এ ভুবন ভিতর!

মধুর প্রশান্ত প্রদোষের স্বর
পূর্ণ যবে করে দিক্ দিগন্তর,
মৃদুল গমনে পূত সমীরণ—
স্নিগ্ধ করে যবে মানবের মন,
কাঁদে কি লাগিয়া আমার অন্তর
কি জানি কি শোকে হইয়া কাতর।
একাকী আমি এ ভুবন ভিতর।

শরতে সলিল-শয্যার উপরে
জীর্ণ বৃক্ষপত্র পড়িতেছে ধীরে—
একপ নিরবে ত্যজি দুখ রাশি
হইতে কি পারি সুখের প্রয়াসী?
কবি পরিহার এ শূন্য ভুবন
এ ভাবে কি আমি ত্যজিব জীবন?
নয় নয় তাহা—এমন না হবে—
দুখের কাহিনী তবে কে গাইবে?
কে তবে গাইবে প্রতি ঘরে ঘরে
একাকী আমি এ ভুবন ভিতরে!

বনবিহারিণী বিহঙ্গিনী যত
একমাত্র ধ্বনি ধ্বনিছে সতত।
এক ভাবে ঐ স্নিগ্ধ সমীরণ
চিরকাল ভরি করিছে গমন।
কিন্তু কেহ মম নাহি হেন ভবে,
যে মোরে হাসিতে দেখিলে হাসিবে,
কাঁদিলে করিবে অশ্রু বিসর্জ্জন ;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস শুনি যার মন
সুদীর্ঘ নিশ্বাস তেয়াগিবে ধীরে।
      একাকী আমি এ ভুবন ভিতরে!

মনের বিভ্রমে তবু রে স্বপনে
একটি মূরতি নিরখি নয়নে,
যিনি মোর তরে চিন্তায় কাতর,
সদা স্নেহপূর্ণ যাঁহার অন্তর।
চমকি যেমনি উঠিগো জাগিয়া,
মাতৃ-মূর্ত্তি-ছায়া যায় পলাইয়া!
অন্তরের ব্যথা দশ গুণ বাড়ে,
কাঁদি, ‘কেহ মম নাইরে সংসারে’।
      একাকী আমি এ ভুবন ভিতরে!

প্রকৃত ক্ষমাশীল।

শত্রুর অহিত চিন্তা যেই পরিহরে ;
শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান যাহার অন্তরে ;
অনিষ্ট করার সাধ্য সত্ত্বে যেই জন
আততায়ী জনগণে না করে তাড়ণ
স্থিরচিত্তে সহ্য করে অহিত আপন
প্রতি-অপকার চেষ্টা না করে কখন,
হয় হ'ক আপনার অশেষ অহিত,
পরানিষ্টে তবু যেই নাহি দেয় চিত,
ধরাধামে অগ্রগণ্য সেই ক্ষমাবান্।
ধৈর্য্যগুণে কেবা আছে তাহার সমান ?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামায়ণের অমৃত কাহিনী।

রামের প্রতি দশরথের রাজ্য অর্পণ প্রস্তাব এবং অধিবাস।

সুখেতে বঞ্চিয়া রাতি উদিত অরুণে,
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ সম্ভাষণে।
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ,
রামেরে কহিলা রাজা শুভাশীর্ব্বচন।
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন,
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ব্বজন।
আজি হৈতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার,
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার।
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন ত্বরায়।
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সখীবৃন্দে।
আলাপ করিছে সবে মনের আনন্দে।

মাযেব সম্মুখে দাঁড়াইল বঘুনাথ,
কহেন সকল কথা কবি যোড়হাত।
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব বাজ্যখণ্ড,
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড।
আমা বাজা কবিতে সবাব অভিলাষ,
শুভ বার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ।
নানা উপহাবে মাতা কব ইষ্ট পূজা,
মম প্রতি তুষ্ট যেন হন দশভূজা।
কৌশল্যা বলেন বাম হও চিবজীব,
তোমাব সহায হউক পার্ব্বতী ও শিব।
লক্ষ্মণেবে দেখিয়া হাসেন বঘুনাথ,
কৌশল্যাবে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড় হাত।
লক্ষ্মণেবে প্রেমভবে বাম দিযা কোল।
বলেন সহাস্য বদনেতে মিষ্ট বোল।
মম ভক্ত ভাই তুমি পবম সুধীব,
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শবীব।
আমাব হিতৈষী তুমি যদি পাই বাজ্য,
উভযেতে মিলিযা কবিব বাজকার্য্য।
  লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা বঙ্গে,
নানা বাজা আইল কটক কবি সঙ্গে।
নানা বঙ্গে বথ বথী হস্তী ঘোড়া সাজে,
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানাদিকে বাজে।

অধিবাস করিতে আইল ঋষি মুনি,
বামজয় বলিয়া কবিছে বেদধ্বনি।
নাবিকেল গুবাক রোপিল সাবি সাবি,
ঘৃতেব প্রদীপ জ্বালে প্রজাব কুমাবী।
নানা বত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘব,
বিবিধ পতাকা উড়ে চালেব উপব।
পৃথিবীতে যত আছে নানা উপচাব,
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভবিল ভাণ্ডাব।
নানা বত্নে শোভিত বসনে পবিহিত,
অযোধ্যাব যত লোক সবে আনন্দিত।
সকল দেশেব লোক অযোধ্যা নগবে,
কেহ নাচে কেহ গায় হবিষ অন্তবে।
অধিবাস দেখিতে আসিয়া সর্ব্বজন,
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি কবেন তখন।
বাম সীতা উপবাসে বহেন দুজন,
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন।
অধিবাস বামেব হইল শুভক্ষণে,
শুনিয়া হাসেন বাজা আনন্দিত মনে।

২

অভিষেক দিনে বামের প্রতি বনবাস আজ্ঞা।

হেথা দশবথ বাজা হবষিত মনে,
চলিলা কহিতে বার্ত্তা কৈকেয়ীব সনে।

বলিলেন সম্বোধিয়া হইয়া সত্বর,
শ্রীরামে করিব আমি ছত্র দণ্ডধর।
কৈকেয়ী বলিল, সত্য করিলা আপনি,
সর্ব্ব লোক সাক্ষী আছে শুন সত্যবাণী।
দুইবারে দুই বর আছে তব ঠাঁই
সেই দুই বর ভূপ এক্ষণেতে চাই।
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন,
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে,
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে।
দুরন্ত বচনে রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত,
অচেতন হইলেন ভূমিতে পতিত।
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যান অভিমানে,
এতেক প্রমাদ হবে কেহ নাহি জানে।
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন,
সব বলে "বশিষ্ঠ, হইল শুভক্ষণ।"
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস,
আজি কেন বিলম্ব না জানি সে আভাস।
রাম অভিষেকে আসিয়াছে রাজগণ,
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ।
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে,
দেখে রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে।

সুমন্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ।
কেকয়ী বলেন যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত,
শীঘ্র রামে আন, নহে বিলম্ব উচিত।
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি,
উপনীত হইল যেখানে রঘুপতি।
বাহিরে রাখিয়া রথ গেল অন্তঃপুরে,
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে।
কেকয়ীর সনে রাজা যুক্তি করে ঘরে,
আমারে পাঠায়ে দিলা লইতে তোমারে।
শ্রীরাম বলেন পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি,
বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি।
যাত্রাকালে বলেন শ্রীরাম শুন সীতা,
আমি রাজ্য পাইব বিমাতা চিন্তান্বিতা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে,
দেখিতে সকল লোক যায় রাজ পথে।
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা,
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা।
প্রথম প্রকোষ্ঠেতে রহিলেন লক্ষ্মণ,
ভিতর নিবাসে রাম করেন গমন।
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে,
কেকয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে।

শ্রীবাম বলেন মাতা কহত কাবণ,
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শযন।
কোপ যদি কবেন হাসেন আমা দেখে,
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে।
কোন্ দোষ করিলাম পিতাব চবণে,
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে।
তুমি বুঝি পিতাবে কহিলে কটুবাণী,
সত্য কবি কহ গো বিমাতা ঠাকুবাণী।
কি আজ্ঞা পিতাব আমি কবিব পালন,
সেই কথা মাতা মোবে কহ বিবরণ।
শ্রীরাম সবল সে কেকযী পাপ হিয়া,
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া।
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জব,
তাতে সেবিলাম দিতে চাহিলেন বব।
বিস্ফোট হইলে পুনঃ কবি সেবা পূজা,
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা।
এক বরে ভবতে কবিব দণ্ডধারী,
আব ববে রাম তুমি হও বনচারী।
দুই বাবে দুই বব আছে মম ধাব,
মম ধাব শুধি তাঁরে সত্যে কব পাব।
শিবে জটা ধরি তুমি পবিবে বাকল,
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবে ফুল ফল।

শুনিযা কহেন রাম সহাস্যবদন,
তোমার আজ্ঞায় মাতা যাব আমি বন।
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন,
চতুর্দ্দশ বৎসব থাকিব গিয়া বন।
ভবতেবে ত্বরিত আনাও মাতা দেশ,
ভরত হইলে বাজা আনন্দ অশেষ।
কেকযী বলেন রাম আগে যাহ বন,
ভবত আসিবে তবে এই নিকেতন।
কেকযীব প্রতি বাম কবেন আশ্বাস,
বিলম্ব নাহিক মাতা যাব বনবাস।
যাবৎ মাযেরে সীতা কবি সমর্পণ,
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবে এখন।
ভূমে লোটাইযা বাজা আছেন বিষাদে,
শুনেন দোঁহাব বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে।
বামচন্দ্র পিতাব চরণদ্বয বন্দে,
দশবথ ক্রন্দন কবেন নিবানন্দে।
পিতাবে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত,
হা রাম বলিযা বাজা উঠেন দুঃখিত।
মুখে নাহি শব্দ বাজা স্তব্ধ অচেতন,
হইলা বাহিব তবে শ্রীবাম লক্ষ্মণ।

৬

বন যাত্রা।

বাজ্যখণ্ড ছাড়ি বাম যান বনবাসে,
শিবে হাত দিয়া সবে কাঁদে নিজবাসে।
মাঝে সীতা অগ্রে পাছে দুই মহাবীব,
তিন জনে হইলেন পুবীব বাহিব।
স্ত্রীপুরুষ কাঁদে যত অযোধ্যানগবী,
জানকীব পাছে যায অযোধ্যাব নাবী।
যেই সীতা না দেখেন সূর্য্যেব কিবণ,
হেন সীতা বনে যায দেখে সর্ব্বজন।
শ্রীবাম লক্ষ্মণ সীতা যান আজি বন,
বিদায হইতে আইলেন তিন জন।
কহেন বন্দিযা রাম পিতাব চবণে,
আজ্ঞা কর বনে ত্বরা যাই তিন জনে।
কহিলেন ভূপতি কবিযা হাহাকাব,
মম সঙ্গে বাছা দেখা না হইবে আব।
হেথা না বহিব আমি না রবে জীবন,
তোমাব সহিত বাম যাব আমি বন।
শ্রীবাম বলেন পিতা এ নহে উচিত,
পিতৃ সঙ্গে পুত্র যায এই সে বিহিত।
সবাকাব ঠাই বাম মাগেন বিদায়,
মায়েরে সপেন বাম নৃপতির পায়।

বাজ আজ্ঞায় রথ আঁনে সুমন্ত্র সাবথি,
তিন দিন বথে যাইবেক বঘুপতি।
শ্রীবাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন.বথে,
তোলেন আযুধ নানা লক্ষ্মণ.তাহাতে।
শ্রীবামেব আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সাবথি,
বথখান চালাইল পবনেব গতি।
কত দূবে গিযা বথ হৈল অদর্শন,
ভূমেতে পডিযা বাজা হৈল অচেতন।
বাজাবে ধবিযা তুলে অমাত্য সকল,
শবীবেব ধূলি ঝাড়ি মুখে দেয জল।
গেলেন শোকার্ত্ত বাজা কৌশল্যাব ঘব,
দোঁহাব হইল শোক একই সোসব।
বাত্রি দিন নাই ঘুচে দোঁহাব ক্রন্দন,
এক শোকে কাতব হইলা দুই জন।
মুনি দেশ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে বাস,
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ভোগ আশ।
মাতঙ্গ আহাব ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস,
প্রজার ভোজন নাই কবে উপবাস।
বাত্রি দিন কান্দে লোক কবে জাগবণ,
গেলেন তমসাকূলে শ্রীবাম লক্ষ্মণ।
নানা ফল ফুল দেখি সে নদীব কূলে,
বাজহংস ক্রীড়া কবে তমসাব জলে।

সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা কঁবিলেন রাম ,
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম।
অস্তগিরি গত রবি বেলাব বিশ্রাম,
তমসাব জলে স্নান করেন শ্রীবাম।
লক্ষণ বৃক্ষেব তলে বিছাইল পাতা,
কবিলেন তাহাতে শয়ন বাম সীতা।
কমণ্ডলু ভবি জল আনিল লক্ষ্মণ,
বাম সীতা প্রক্ষালন কবেন চবণ।
হস্তে ধনু লক্ষ্মণ রহিলা জাগবণে,
প্রীতি পাইলেন বাম লক্ষ্মণেব গুণে।
তমসাব কূলে বাম বঞ্চে এক রাতি,
প্রভাতে যোগায় বথ সুমন্ত্র সাবথি।
প্রাতঃস্নান আদি কবি নিত্য সদাচাব,
হইলেন শ্রীবাম তমসা নদী পাব।
তমসা ছাড়িয়া আব গোমতী প্রভৃতি,
নদী পাব হইলেন রাম মহামতি।
জলে হংস কেলি কবে অতি সুশোভন,
আপ্যায়িত হইলেন শ্রীবাম লক্ষ্মণ।
ভাস্কব পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে,
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে।
তথায কাটিয়া নিশি কবিয়া বিশ্রাম,
চলিলেন ভবদ্বাজ মুনিব আশ্রম।

পবিচয দিযা বাম বন্দেন চবণ,
কল্যাণ কবিযা মুনি কহিলা তখন।
গঙ্গা যমুনাব মধ্যে আমাব বসতি,
বনবাস বঞ্চ হেথা থাকিব সংহতি।
শ্রীবাম বলেন প্রভু অযোধ্যা নিকট,
অযোধ্যার লোক আসি ঘটাবে সঙ্কট।
বজনী বঞ্চিযা সুখে ভবদ্বাজ স্থানে,
প্রভাতে চলিলা সবে চিত্রকূট পানে।
দিবাকব কিবণ উত্তাপে উত্তাপিতা,
চলিতে কাতবা অতি জনকদুহিতা।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতা পাযেব অঙ্গুলি,
আতপে মিলায যেন ননীব পুত্তলি।
মুনিব নগব দিযা যান তিন জন,
দেখিযা আইল পথে মুনিপত্নীগণ।
জিজ্ঞাসা কবিল সবে জানকীর প্রতি,
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী।
অনুভব কবি তুমি বাজাব নন্দিনী,
সত্য পবিচয় দেহ কে বট আপনি।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহব,
আজানুলম্বিত ভুজ বক্ত ওষ্ঠাধব।
সুন্দব বদন দেখি ভুবনেব সাব,
ধনুর্ব্বাণ করে উনি কে হন তোমার।

নবীন কমল মুখ ভ্রূভঙ্গি রচিত,
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকসিত।
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর,
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি সে আমার।
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে,
সবে উপনীত হন যমুনার তীরে।
লক্ষ্মণ বাঁধিলা ভেলা করিয়া যতন,
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিনজন।
বাল্মীকির পদ রাম বন্দেন তখন,
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন।
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি,
দণ্ডক-কানন মধ্যে করিলেন গতি।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ,
মধ্যেতে জনকসুতা কি শোভা তখন।
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত,
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।
নানা পক্ষীর কলরব শুনিতে মধুর,
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।
বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি,
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান,
যথা তথা থাক রাম তুমি ভাগ্যবান।

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী,
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী।
অগস্ত্য সংবাদ শুনি হয়ে আনন্দিত,
আজ্ঞা করিলেন রামে আনহ ত্বরিত।
সেই নিশি তথায় রহেন তিন জন,
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে,
আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন্ স্থানে।
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন,
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন।
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য আয়তন,
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়,
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী,
পঞ্চবটী দেখি অতি প্রফুল্ল জানকী।

৪

সীতা-হরণ।

রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন,
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন,
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন।

এই মৃগচর্ম্ম যদি দেও ভালবাসি,
কুটীরে কৌতুকে তবে বিছাইয়া বসি।
আদবে শুনিয়া বাম সীতার বচন,
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেবে বলেন তখন।
অদ্ভুত হবিণ ভাই দেখ বিদ্যমান,
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ।
জানকী চাহেন এই হরিণেব চর্ম্ম,
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম্ম।
লক্ষ্মণ মৃগেব রূপ কবি নিবীক্ষণ,
বামেবে কহেন কিছু প্রবোধ বচন।
মাযাবী বাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে,
পাতিয়া মায়াব ফান্দ ধবিবেক সুখে।
লক্ষ্মণের বচনে কহেন বঘুপতি,
বাক্ষস না হয যদি হয মৃগজাতি।
ধবিতে না পাবি যদি মাবিব পবাণে,
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইক্ষণে।
যাবত মারিযা মৃগ নাহি আসি ঘরে,
তাবত করহ বক্ষা লক্ষ্মণ সীতাবে।
আমাব বচন কভু না কবিহ আন,
প্রমাদ না পড়ে যেন হও সাবধান।
ঐশিক বিশিখ বাম পূবেন সন্ধান,
মাবীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান।

তখন মারীচ করে রাবণের হিত,
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে।
মারিচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে,
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।
দূরেতে রাক্ষস করে রাম তুল্য ধ্বনি,
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।
হেথা সীতা শুনিলেন করুণ বচন,
বলিলেন ঝাটি যাও দেবর লক্ষ্মণ।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন হে তোমারে,
দেখ গিয়া তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে।
লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয়,
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।
কারে রাখি, তোমার নিকটে কেবা রহে,
শূন্য ঘরে সীতা থাক উপযুক্ত নহে।
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উত্তরোলী,
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে,
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে।
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ,
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।

এত দূরে রাবণের সিদ্ধ অভিলায,
তপস্বীর বেশ ধরি যায সীতা পাশ।
ভিক্ষা ঝুলি করে তার স্কন্ধে ধরে ছাতি,
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।
রাবণ বলিল ভিক্ষা আনহ সত্বর,
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।
জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে।
ফল হাতে বাহিরেতে গেলেন জানকী,
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।
ধরিয়া সীতার কর লইল ত্বরিত,
জানকী বলেন হায়! একি বিপরীত।
চুবাচার দূর হবে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ।
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন,
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন।
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন,
তপস্বীর বেশ ধরি নমি তপোবন।
ত্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর,
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর।
সিংহের বিক্রম প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ,
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাবণ।

তুমি যাহা বলিলে ফলিল বিদ্যমান,
ঝাট আইস দেবর করহ পরিত্রাণ।
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ,
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম,
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সীতা লৈয়া রাবণ পলায় দিব্য রথে,
রাম আইল বলিয়া দেখিল চারিভিতে।

শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর,
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন,
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ,
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার,
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।

কাঁদিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ,
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন।
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম,
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে,
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী,
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়,
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়।
গোদাবরী তীরে আছে কমল-কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।
চির দিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস।

রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা,
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই করি অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।

শুন শুন মৃগ পক্ষী, বন বৃক্ষ লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার,
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।
হে অরণ্য তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ,
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।

ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক,
উন্মত্তের প্রায রাম বলেন অনেক।
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে,
দেখিযাছ তোমরা কি এ বনে সীতাকে ?
নানা মত শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ,
শোকাকুল শ্রীরাম না মনেন বচন।

আইল রজনী স্থান থাকিবার নাই,
শূন্য ঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।
বাহিরে ছিলেন রাম ররঞ্চ আশ্বস্ত,
শূন্য ঘর দেখি আরো হইলেন ব্যস্ত।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ,
গোদাবরী-জীবনেতে ত্যজিব জীবন।
এতেক বলিযা রাম করেন ক্রন্দন,
সীতা সীতা বলিযা হৈলেন অচেতন।
ভাই ভাই বলিযা লক্ষ্মণ করে কোলে,
গাঁথিল মুক্তার হার নযনের জলে।

৫

রাবণের সহিত যুদ্ধ এবং রাবণবধ।

মহাশব্দে দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার,
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাধে মহামার।

হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন,
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ।
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির,
বাণে বাণে নিবারণ কৈল রঘুবীর।
শূন্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে,
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে।
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ,
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ।
চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ,
জানিল যে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ।
বিশ্বামিত্র ঋষি বাণ ছাড়ে রঘুবীর,
রাবণের বুক বিন্ধি কৈল দুই চির।
ছটফট করে রাজা পড়ি ভূমিতলে,
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে।
পড়িল রাবণ রাজা জগতের বৈরী,
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
শ্রীরাম বলেন সবে হও এক পাশ,
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ।
সঙ্গে করি লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ,
রাবণ নিকটে রাম যান ততক্ষণ।
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়,
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়।

দেখি বিভীষণ রাবণে নিল কোলে,
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে।
জগত জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে,
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে।
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে,
সতীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে।
মরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা,
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা।
বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ,
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান।
আপনার দোষে গেলে কলঙ্ক আমার,
কার তরে দিয়া যাও লঙ্কা অধিকার।
হিত বুঝাইতে ভাই মোরে মার লাথি।
তখনি জানিনু তব ঘটিল দুর্ম্মতি।
ভাই শোকে বিভীষণ করেন ক্রন্দন,
শ্রীরাম বলেন মিত্র সম্বর রোদন।

৬

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রামের স্বদেশযাত্রা।

প্রভাত হইল নিশি উদিত ভাস্কর,
একে একে সবে গেলা শ্রীরাম গোচর।

চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ,
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ।
বহুকাল অনাহার বহু পর্য্যটন,
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত রঘুর নন্দন।
করুক তোমার সেবা দাস দাসীগণ,
আনুক কস্তূরী আর সুগন্ধি চন্দন।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু হয়েছে বিমল,
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল।
শ্রীরাম বলেন হে রাক্ষস অধিপতি,
আমার বচনে তুমি কর অবগতি।
রাজকুলে জন্মিয়া ভরত ভাই সুখী,
কেবল আমার দুঃখে হইয়াছে দুঃখী।
হেন ভরতেরে যদি করি আলিঙ্গন,
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন।
চৌদ্দ বর্ষ ভ্রমিলাম পথ বহুতর,
বহু নদ নদী আমি তরিয়ে সাগর।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বহু ক্লেশে,
হেন যুক্তি কর যেন শীঘ্র যাই দেশে।
বিভীষণ বলে প্রভু পেলে বহু ক্লেশ,
এক দিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ।
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম,
এক দিনে তোমারে লইবে নিজ গ্রাম।

এক দান চাহি আমি বিতর সংপ্রতি,
দিন কত লঙ্কাপুরে করহ বসতি।
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন,
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন।
শ্রীরাম বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে,
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে।
ঐ গন্ধ চন্দন বানরে দেহ দান,
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান।
বানর প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা,
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।
সাজায়ে পুষ্পক রথ আনহ হেথায়,
হৃষ্টমনে স্বদেশেতে করহ বিদায়।
চড়েন পুষ্পকে রাম সীতা কুতূহলে,
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেত্রের অঞ্চলে।
সুমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে,
এক পার্শ্বে বসিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যগণ,
প্রসন্ন বদনে রাম বলেন বচন।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে,
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিলাপ গীতি।

১

হায়! এবে দিবসের হ'লো অবসান;
ঘন ঘন বাজে ঘণ্টা ভৈরব নিনাদে।
নাগরিকগণ করে প্রদীপ নির্ব্বাণ*,
কাঁদিছে অবনী যেন ডুবিয়ে বিষাদে।

সংযমি ময়ূখমালা পশ্চিম গগনে,
ধীরে ধীরে অস্তমিত নিদাঘ-তপন।
মলয়-বাহিত স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণে
কাঁপিছে সরসীজল নয়নরঞ্জন।

---

* ইংলণ্ডের রাজা বিজয়ী উইলিয়ামের রাজত্বকালে সন্ধ্যার পর রাজার আদেশানুসারে প্রত্যহ ঘণ্টা বাজান হইত। সেই বাদ্য শুনিবামাত্র সকলকেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হইত। যদি কেহ প্রদীপ নির্ব্বাণে অবহেলা করিত তবে তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত।

কুল্‌কুল্‌ রবে এই ক্ষুদ্রপ্রবাহিনী
অনন্ত সাগরে যেয়ে হ'তেছে বিলীন!
জীবনের স্রোত হায়! মিশিবে অমনি
আজ কাল কিম্বা আর পরে দুই দিন।

সন্ধ্যা সমাগতা হেরি পশুপাল ল'য়ে,
ললাটের স্বেদবিন্দু মুছিয়া যতনে
দিবাশ্রমে ক্লান্তবপুঃ প্রান্তর ত্যজিয়ে,
কৃষক ধাইছে এবে স্বগৃহের পানে।

ধেনুপাল ধীরে ধীরে ফিরে হাম্বারবে,
গাইয়া গোপালগণ পাছু পাছু ধায়।
তিমিরবসনা নিশি উপনীতা এবে,
চিন্তায় মগন আমি বসিয়া হেথায়।

লতায় জড়িত জীর্ণ মঞ্চের ভিতরে,
বিষণ্ণ পেচকী কাঁদে শশী দরশনে:
নিবিড় নিকুঞ্জে তার পাছে কেহ চরে
—প্রাচীন রাজত্বে বিঘ্ন ঘটায় বিজনে।

চন্দ্রমা হাসিছে যেন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া,
পেচকীর অভিযোগ করিয়া শ্রবণ,
মধুর সম্ভাষে তায় বলে আশ্বাসিয়া
'শান্ত হও পাখি!' আর ক'রো না রোদন।

প্রাচীন অশ্বত্থ আর দেবদারু তলে,
উচ্চনীচ ভূমিখণ্ড শোভিছে যথায়,
বীচিমালা খেলে যথা জলধির কোলে
অসংখ্য সমাধিরাজি অই দেখা যায়!

সঙ্কীর্ণ সমাধিস্থলে জনমের মত
আদিম গ্রামিকগণ রয়েছে শায়িত।
হায় রে! সবাই এবে চির নিদ্রাগত!
হবে না কখন তারা পুনঃ জাগরিত!

প্রভাতের সমীরণ সুগন্ধি বহিয়া,
তালচঞ্চু নীড় হ'তে ডাকি বার বার,
কর্কশ কুক্কুটধ্বনি গগন ভেদিয়া,
শিঙ্গাধ্বনি প্রতিশব্দ করি চমৎকার,

উঠাইতে সে সবারে সমাধি হইতে
পারিবে না, পারিবে না, পারিবে না আর!
তাদের শীতার্ত্ত কায় সুতপ্ত করিতে,
ধক্ ধক্ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিবে না আর।

আর না গৃহিণীগণ সন্ধ্যা-আয়োজনে
ব্যাকুল হইবে হায় সন্ধ্যার সময়!
শিশুগণ জনকের গৃহ আগমনে
গাইবে না অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মধুময়!

অথবা বালকবৃন্দ ধেয়ে প্রাণপণে
করিবে না জনকের জানু-আরোহণ ;
আর না যাইবে কভু পিতার সদনে
ঈর্ষ্যা করি পরস্পর, লভিতে চুম্বন।

শস্যের সময়ে তারা অস্ত্র করে করি
কাটিয়াছে তৃণশস্য করি স্তূপাকার ;
করিয়াছে সুকর্ষণ হস্তে হল ধরি,
ভেঙ্গেছে কঠিন ভূমি কত শত বার।

প্রফুল্ল হৃদয়ে সবে অনুপম সুখে,
অস্ত্রের আঘাতে তরু করিতো ছেদন,
চালাইত বৃষকুল প্রান্তরাভিমুখে
কত সুখ মনে মনে পাইত তখন।

ওহে উচ্চ অভিলাষি! করো না বিদ্রূপ
গ্রামিকের উপযোগী পরিশ্রম স্মরি,
অভাগা তাহারা বলি হেসো না কখন,
সামান্য আমোদে সবে উল্লসিত হেরি।

তুমিও বিভবশালি, হাসির সহিত
ক'রো না তাদের প্রতি অবজ্ঞা বর্ষণ,
সংক্ষিপ্ত, সরল, ক্ষুদ্র জীবন চরিত
গ্রামিকগণের এবে করিয়া শ্রবণ!

হে ভ্রান্ত মানব, তুমি গর্ব্ব পরিহর।
উচ্চ বংশে জাত বলি বৃথা অহঙ্কার!
ক্ষমতার বলে কেন বৃথা দম্ভ কর?
সৌন্দর্য্যের অভিমান করিও না আর।

তুচ্ছ পৃথিবীর ধন, তুচ্ছ সমুদয়!
নিতান্ত অপরিহার্য্য কাল-আগমন
সমভাবে সকলেই অপেক্ষিয়া রয়!
পার্থিব যশের শেষ শমন-ভবন!

বিমুগ্ধ বিলাসিগণ, ইহাদের পানে
করিও না দোষারোপ অজ্ঞানের প্রায়,
নাই যদি স্মৃতিচিহ্ন তাদের শয়নে
যদিও একটি মঠ দেখা নাহি যায়!

ধনীর সমাধি-ক্ষেত্রে বহু সমারোহে,
স্মৃতির সেবার তরে মন্দির নির্ম্মাণ!
প্রস্তরে অঙ্কিত কত স্তুতিগীতি রহে
কি ফল সে সবে, দেখ ভাবিয়া ধীমান্।

ভস্মাধার পৃষ্ঠদেশে ইতিবৃত্ত লেখা,
সুশোভিত অর্দ্ধমূর্ত্তি জীবিতের প্রায়
অসার, সলিলোপরি যেন কর্ণরেখা!
প্রাণের সঞ্চার দেহে নহে পুনরায়।

সম্মান-আহ্বান শুনি শবের ধূলিতে
শুনেছ কি কদাপিও জীবন সঞ্চারে ?
স্তাবকের স্তুতিগান পাবে কি পশিতে
শমনেব সুগভীর শ্রবণ-কুহরে ?

কে জানে বা এই গ্রাম্য উপেক্ষিত স্থানে
স্বৰ্গীয তেজঃপূর্ণ প্রশস্ত অন্তর
বযেছে শায়িত কত, অনন্ত শয়নে ;
বাজদণ্ড ধবিবার উপযুক্ত কর।

বিদ্যাব বিমল জ্যোতিঃ তাদেব অন্তবে
হয় নি বিকাশ কভু, উজলি হৃদয় !
লভে নাই জ্ঞান তাবা ইতিহাস প'ড়ে,
ভাগ্যহীন ছিল তাবা দীন সমুদয।

সাগরের সুগভীব অাঁধাব গরভে
শত শত বত্নাবলী উজ্বলতাময়,
লুকাযে সলিলমাঝে অপরূপ শোভে
জলধি অতলস্পর্শ, সন্ধান কে লয !

সহস্র কুসুমপুঞ্জ অবণ্য-ভিতরে,
বিমল সৌবভে বন আমোদিত হয,
বিজনে অনিলসনে ক্ষণকাল তবে
হাসিয়া অমিয় হাসি, শেষে পায় লয় !

বিলাপ-গীতি।

২

হায় বীরসিংহ কত নিদ্রিত হেথায়
অত্যাচারী অধিরাজে প্রতিরোধ করি,
ক্ষমতায়, বীরতায়, জিনিয়াছে তায়,
নির্ভীক হৃদয়ে করে ধনুর্ব্বাণ ধরি।

অভাগা দরিদ্রগণ লভে নাই কভু
মহাসভামাঝে বসি প্রশংসা মহতী,
পর সর্ব্বনাশ করি উপেক্ষায় কভু
হাসে নাই, ছিল সবে দীনহীন অতি।

দীনের মলিন মুখ হেরিয়া নয়নে
ভাসিত দুঃখের স্রোতে হৃদয় সবার,
ভিখারীর প্রতি কভু ঘৃণা প্রদর্শনে
উপেক্ষায় করে নাই মন্দ ব্যবহার।

সাম্রাজ্য লাভের হেতু মানবনিচয়
বধে নাই কদাপিও গ্রাম্য লোক সবে
করে নাই ধরাতল রক্ত বৃষ্টিময়
ক্রোধ-বশীভূত চিত্তে ভীষণ আহবে।

সে সবার স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার তরে
সামান্য ভাস্করাঙ্কিত গ্রামিক কবিতা

এই ক্ষুদ্র স্তম্ভে হায়! অস্ফুট অক্ষরে;
পড়িলে পথিক হৃদে উথলিবে ব্যথা!

তাদের সময়, নাম, অশিক্ষিত কবি
লিখেছেন কথঞ্চিৎ, সামান্য ভাষায়,
যশোগান, শোকগীতি, (এই অনুভবি,
লিখিতে সুক্ষম কেহ ছিল না হেথায়!)

পবিত্র বচন কত, রয়েছে অঙ্কিত
দরিদ্র গ্রামিক দলে বিতরিতে জ্ঞান,
জ্ঞানালোকে এ সমাধি হয়েছে শোভিত
শিখাইতে গ্রাম্য জনে ত্যজিতে জীবন।

আজ আমি অপরের সমাধি দর্শনে
করিতেছি মনে মনে কত আলোচনা!
যাইতে হইবে কালে শমন-সদনে,—
ভাবিতে হৃদয়ে পাই বিষম বেদনা।

এই সমাধির স্থলে মম মৃত দেহ
স্থাপিত হইলে কোন অবস্থা বিশেষে
দৈবে যদি উপনীত হয় আসি কেহ
হয় যদি ধ্যানমগ্ন চিন্তার আদেশে,

যদি সে আমার বার্ত্তা সুধায় কখন
কোনও ধবলশির প্রাচীন কৃষকে,

বলিবে মৃদুলভাবে কৃষক তখন—
"বসন্তে শরতে হেথা দেখেছি তাহাকে ;

"প্রভাত সময়ে অতি ব্যাকুল অন্তরে
শিশির-আবৃত পথে যাইত চলিয়া,
বহু কষ্টে উচ্চশির সুদূর প্রান্তরে
হাসিত কনকরবি উঠিতে দেখিয়া।

"হোথায় বসিত অই বটবৃক্ষ তলে
মধ্যাহ্নে ছায়ার কোলে রহিত শুইয়া
কভু অই নির্ঝরিণী বিমল-সলিলে
একদৃষ্টে বহুক্ষণ রহিত চাহিয়া।

"কখন যাইত অই অরণ্য ভিতরে
ভ্রমণ করিত কভু পাগলের প্রায়,
বলিত অস্ফুট বাণী অতি মৃদুস্বরে,
হাসিত মধুর হাসি বসি পুনরায়।
"কভু নত শিরে বসি বিষণ্ণ বদনে,
কভু চিন্তা সরোনীরে, ক্ষোভিত অন্তরে ;
অনাথের প্রায় অশ্রু ঝরিত নয়নে।
মগ্ন যেন প্রাণ তার নৈরাশ্য-সাগরে।

"একদা প্রভাতকালে না হেরিয়া তায়
পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিনু বিস্তর ;

বিফল হইল শ্রম ; ধীরে পুনরায
গেলাম আলয়ে ফিরি, কাঁদিল অন্তর।

"পর দিন চারি দিকে খুঁজিলাম কত,
পাহাড়ের পাশে, নীচে, উপরে, গুহায়,
বিপিন মাঝারে যথা ভ্রমিত নিয়ত,
প্রশস্ত প্রান্তরে সেই বটের ছায়ায়।

"যেখানে, যে বনে, আগে দেখিযাছি তায়
কোথাও সে দিন আর না পেয়ে সন্ধান,
ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিলাম আপন আলয,
আরো ব্যাকুলিত হ'যে কাঁদিল পরাণ।

"তার পর দিন পথে রয়েছি চাহিযা,
হেনকালে হেরিলাম মৃতদেহ তার
লয়ে যায় ধীরে ধীরে বহন করিযা
বিষণ্ণ দারুণ শোকে হৃদয় সবার।"

Thomas Gray.

সম্পূর্ণ।